তব পাদপদ্ম দৃষ্টি করি দয়াময়।
ঝাঁকি দিলে বন্ধন-কন্টক খ'সে যায়।।
কোপ দৃষ্টে কটা ভেক পানেতে চাহিয়া।
কোপ দিলে ভেক বেটা পড়িল শুইয়া।।
ঈষৎ আঘাত মাত্র লাগিল মাথায়।
লাগিল সামান্য কোপ ফকিরের পায়।।
মারিতে দিলে না প্রভু তুমি কৈলে মানা।
মারিতে আমার মনে হ'ল বড় ঘৃণা।।
সকল তোমার খেলা কি খেলা খেলাও।
করিয়া করাও রঙ্গ মারিয়া মারাও।।
মহাপ্রভু বলে "আর কহিতে হবে না।
জানি সব তবু ইচ্ছা তোর মুখে শোনা।।
বাছা তোর অঙ্গ ধৌত করেছি যখন।
বাহু-নখ-ব্যথা মম ঘুচি'ছে তখন।।
পোড়া অস্ত্রে অঙ্গ পোড়ে করে কৃষ্ণবর্ণ।
চেয়ে দেখ মম অঙ্গে সেই সব চিহ্ন।।"
তাহা দেখি হীরামন কেঁদে ছাড়ে হাই।
'এই জন্য আমি কোন কষ্ট পাই নাই।'
হীরামন বলে "আজ্ঞা কর শ্রীনিবাস।
ফকিরকে সবংশেতে করিব বিনাশ।।
প্রভু বলে "তোর কিছু হবে না করিতে।
স্বকর্মে হইবে ধ্বংস আপন পাপেতে।।
মম প্রাণাধিক তুই উত্তম পুরুষ।
পরাধীন নহ বাছা খাসের মানুষ।।
যথা যথা আছ বাছা তথা আমি আছি।
তোর কাছে বাছা আমি বিক্রীত হয়েছি।।
ত্রেতাযুগে বিভীষণে বলে ভগবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু সকলি সমান।।"
অমনি বাহির হ'ল বিবর্ত্ত পাগল।
অনুক্ষণ মহাভাবে থাকেন বিহ্বল।।
অদ্ভুত করুণ হাস্য রসেতে বিভোলা।
কভু থাকে গৃহেতে কখন বৃক্ষতলা।।
কভু থাকে শ্মশানেতে কখন থাকে জলে।
কভু থাকে বনে কভু ধান্যভূমি আ'লে।।
কখন বসিয়া থাকে কখন শুইয়ে।
অবিরাম করে নাম ঝুকিয়ে ঝুকিয়ে।।
যেচে দিলে কিছু খায় নৈলে অনাহার।
অন্নে ব্রহ্মজ্ঞান, নাহি জাতির বিচার।।
প্রখর রৌদ্রবর্ষণে নাহি ছায়াছত্র।
শীতে-গ্রীষ্মে সমভাব নাহি পাখা বস্ত্র।।
কখন উলঙ্গ কভু পরে মাত্র লেংটি।
বিল-খাল নদনদী পার হয় হাঁটি।।
ভাদ্র মাসে মধুমতী বানস্রোত বয়।
হিল্লোল কল্লোল করে দেখে লাগে ভয়।।
সেই জলে হীরামন হেঁটে পার হয়।
তরঙ্গ উঠিলে মাত্র জানু ডুবে যায়।।
কভু বিল মধ্য দিয়া হেঁটে পার হয়।
কভু বক্ষ ডুবে কভু সাঁতারিয়া যায়।।
জলে ভাসে হীরামন হংসের আকার।
কেহ বলে গোঁসাই উঠহে নৌকা'পর।।
ধরিতে পারে না কেহ বলেন গোঁসাই।
'কা'র নৌকা বাহিব নিজের খানা বাই।।
এইভাবে গোস্বামীর বিহার বিরাজ।
কহিছে তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

অত্যাচারী কালাচাঁদ ফকিরের পরিণাম

ফকির বাওয়ালে গিয়া রুল বাজাইত।
রুল শব্দে ব্যাঘ্র স্তব্ধ বাওয়াল করিত।।
হীরামনে শাস্তি দিয়ে গেল বাওয়ালেতে।
পারিল না চক মধ্যে লোক নামাইতে।।
গাছেতে আঘাত করে ধরে সেই রুল।
শব্দ নাহি হয় ক্রোধে হাঙ্কুরে শার্দুল।।